আবহমান বাংলার চিরায়ত রুপ

সারা বছর যারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে. শক্ত হাতে লাঙ্গল ধরে কঠিন মাটির বুকে সোনার ফসল ফলায়। তারা আমাদের দেশের কৃষক। তাদের শ্রমে ও ঘামে মানুষের খাদ্য উৎপাদন হয়।
তাইতো কবি বলেছেন,
“গাহি তাহাদের গান,
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান”
আবহমান বাংলার চিরায়ত রুপের এই ছবিটি মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার চোখতোলা মাঠ থেকে তোলা হয়েছে।
ছবি ও ক্যাপশন জুলফিকার আলী কানন

আশায় বাঁচে চাষা

আশায় বাঁচে চাষা। ঝড় ঝন্ডা সকল প্রতিকুল পরিবেশ অতিক্রম করে আমাদের খাদ্য যোগান দেন এই চাষারা। সারাদিন মাঠে মাঠে কাজ করে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরছেন কৃষক।
ছবিটি মেহেরপুরের গাংনীর উপজেলার ধলার মাঠ থেকে তোলা।
ছবি : আকতারুজ্জামান

মিশ্র ফলের বাগানে সফল মেহেরপুরের জুবায়ের হোসেন

মেহেরপুর সদর উপজেলার রামদাসপুরে মিশ্র ফলের বাগান করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন জুবায়ের হোসেন। নিজের বসত বাড়ির পাশে ২ বিঘা জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে বাগানটি।

ইতোমধ্যে তার দেখাদেখি এলাকার এখন অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক ফল চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বর্তমানে তার বাগানে মাল্টা, চায়না কমলা, কয়েক জাতের আপেল, আনার, বারোমাসী সজিনা, সৌদি খেজুর রয়েছে। অন্যান্যদের সহযোগীতায় ফল চাষে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন প্রতিনিয়ত।

তরুণ উদ্যোক্তা মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের রামদাসপুর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে জুবায়ের হোসেন শখের বসে গত এক বছর আগে ২ বিঘা জায়গা নিয়ে বাগান শুরু করেন। এই বছরে কিছু কিছু গাছে ফল আসায় তরুণ জুবায়ের হোসেন সহ এলাকাবাসী খুব খুশি। তবে সামনে বছর থেকে ফল বাজারে উঠবে বলে আশা রাখছে এই তরুণ উদ্যোক্তা।

আপেল, চায়না কমলা, মাল্টার মিশ্র চাষ দেখতে মেহেরপুরসহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ বাগানে ভীড় জমাচ্ছে। আপেল, চায়না কমলা এবং মাল্টা চাষ সম্পর্কে পরামর্শ নিচ্ছে বিভিন্ন এলাকার যুবকরা। অনেকেই চারা কিনতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোনে যোগাযোগও করছেন।

তরুণ উদ্যোক্তা জুবায়ের হোসেন বলেন, আমি বাগানটা শখের বসে তৈরি করি। প্রথমে মালটা, চায়না কমলা, দার্জিলিং কমলা, সীডলেস লেবু লাগানোর পর বাগানটাকে নতুনত্ব দেওয়ার জন্য আপেল নিয়ে কাজ শুরু করি। আমার বাগানের বয়স যখন এক বছর তখন হিসাব করে দেখলাম যে সফলতার দিকে হাঁটছি। আমি আবার কিছু নতুন প্রজাতির চারা সংগ্রহ করি।

আমার বিশ্বাস আপেলের উপর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে আমাদের চাষী ভাইয়েরা বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে সক্ষম হবে। আমার এখানে পাঁচ থেকে ছয় রকমের আপেলের চারা আছে আর এগুলোর সবই বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী।

আমার বাগানে আপেলের গাছ আছে ২০টা, মাল্টার গাছ আছে ৭০টা, চায়না কমলার গাছ আছে ৭০ টা, দার্জিলিং কমলা ৭০টা সীডলেস লেবু ৫০টা। আমার এখানে বিক্রয় উপযোগী ৩ হাজার মালটা এবং ২৫০০ মতো আপেলের চারা আছে। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে সাড়া পাচ্ছি। অনেকেই চারা কিনতে যোগাযোগ ও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ভেড়ামারায় ভতুর্কিতে কম্বাইন্ড হারভেস্টার বিতরণ

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় কৃষকের মাঝে শতকরা ৫০ ভাগ ভতুর্কিতে ৩০ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি কম্বাইন্ড হারভেস্টার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে কৃষকের কাছে এই উন্নত কৃষিযন্ত্র হস্তান্তর করেন ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাইখুল ইসলাম, উপসহকারী কৃষি অফিসার মুন্নাফ আলীসহ কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ বলেন, কৃষি খাতের ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি আরও সহজলভ্য করার জন্য কৃষকদের ভতুর্কী মূল্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিচ্ছে সরকার।

তিনি বলেন, ‘চলমান করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমিক-সংকট মোকাবিলায় বোরো ধান ঘরে তুলতে সারা দেশেই শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকিতে কৃষকদের কম্বাইন্ড হারভেস্টার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। চলমান করোনা পরিস্থিতিতে বোরো ধান সংগ্রহে শ্রমিক-সংকটের কারণে কৃষকের বাড়তি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে সরকারের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাইখুল ইসলাম বলেন, আমার উপজেলায় মোট দুইটি ৫০ ভাগ ভতুর্কিতে কম্বাইন্ড হারভেস্টার বিতরণ করা হয়েছে। এটি দিয়ে একসঙ্গে ধান কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তাবন্দি করা যাবে।

এক একর জমির ধান বা গম কাটতে সময় লাগে মাত্র এক ঘণ্টা। প্রতি একরে জ্বালানি খরচ হয় মাত্র সাত থেকে আট লিটার ডিজেল। এতে খরচ বাঁচবে ৬১ ভাগ ও শ্রম বাঁচে ৭০ ভাগ। এই হারভেস্টার দিয়ে দিনে

প্রায় ৮ একর জমির ধান কাটা যাবে বলে জানান ওই কৃষি কর্মকর্তা।

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে সহযোগিতার হাত বাড়ালেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা

জমিজুড়ে পাকা ধান। উঠবে ফসল। ভরবে গোলা। খুশি আর আনন্দে ভরে উঠবে মন। মেহেরপুর সদর উপজেলাধীন গোভীপুর গ্রামের কৃষক আনারুল ইসলামের দেড় বিঘা জমির ধান কেটে দিয়েছে জেলা যুবলীগ।

শুক্রবার সকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ফরহাদ হোসেন এমপির দিক নির্দেশনায় কৃষকের ধান কেটে দিলেন জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে কৃষকের ধান কাটায় অংশ গ্রহন করেন সাবেক ছাত্রনেতা ও বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফিক কামাল পলাশ, সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম আনু, শহর যুবলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সাধারণ সম্পাদক তহিদুল ইসলামসহ নেতার্কমীরা।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল এসময় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশে আওয়ামী লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিনা পারিশ্রমিকে অসহায় কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছি। চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দিক নির্দেশনায় মেহেরপুর যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা কৃষকের পাশে থেকে পাকা ধান ঘরে তুলতে সাহায্য করে চলেছে।

লকডাউনে মৌসুমের পাকা ধান ঘরে তোলা নিয়ে দেশের অনেক স্থানের কৃষকরা আর্থিক ও শ্রমিক সংকটে মধ্যে পড়েন। অন্যান্য বছরে ধান

কাটা মৌসুমের শুরুতে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা আসলেও গত দুই বছর করোনার কারণে আসতে পারছে না। ফলে পাকা ধান ঘরে তুলতে নানা জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছে চাষিরা।

মুজিবনগরে ধানের বাম্পার ফলনের আশা

মুজিবনগরে সরকারী প্রণোদনা কৃষি অফিসের সহযোগীতা, আধুনিক প্রযুক্তি ও উচ্চফলনশীল বরোধান চাষের কারনে চলতি বছরে উপজেলায় বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা চাষীদের।
মুজিবনগর উপজেলা একটি কৃষি নির্ভর উপজেলা সবজি ও সুখ সাগর পেয়াজ চাষের জন্য প্রসিদ্ধ হলে উপজেলার প্রায় ৪০শতাংশ জমিতে বরো ধান চাষ হয়।
মুজিবনগর কৃষি বিভাগের তথ্য মতে উপজেলায় মোট চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ ৮৮০০ হেক্টর এর মধ্যে চলতি বরো মৌসুমে উপজেলার ৩ হাজার ৩’শ ৩০ হেক্টর জমিতে বরো আবাদ হয়েছে এবং এবারে ১৯ হাজার ৯ শত ৮০ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হবে বলে আশা করছে কৃষি অফিস।
চলতি মৌসুমে উপজেলায় উচ্চফলনশীল জাত ব্রী ধান ৮৪, ব্রী ধান ৮৯, ব্রী ধান ৮১, ব্রী ধান ৫৮ ও বি আর ২৮ ধানের চাষ চাষ হয়েছে তবে উপজেলায় চলতি মৌসুমে সবথেকে উচ্চফলনশীল ব্রী ধান ৫৮ জাতের চাষ বেশি হয়েছে।
মুজিবনগর উপজেলায় উৎপাদিত ধান উপজেলার মানুষের চাহিদা মিটিয়েও ব্যাবস্যায়ীদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে।
গত ৪ তারিখে বিকেলে দেশের অধিকাংশ এলাকার উপর দিয়ে ৩৫ ডিগ্রী তাপমাত্রার উপরে গরম ঝড় হাওয়া বয়ে যায় এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিট ইনজুরির কারনে অনেক জেলায় ধানে শীষ শুকিয়ে গেলেও মুজিবনগর উপজেলায় ক্ষতির পরিমাণ কম মাত্র আধা হেক্টর জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানান উপজেলা কৃষি অফিস। উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষ করলে রোগ বালাই কম হবে উৎপাদন বেশি হওয়ায় উৎপাদন খরচ কমবে তাই উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষ করার জন্য চাষিদের পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি অফিস।

ধানের ফলন যাতে ভাল হয় তার জন্য প্রতিনিয়ত সঠিক পরিচর্যা ও পোকামাকড় দমনে সঠিক মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করার সবসময় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে কৃষি বিভাগের মাঠ কর্মীরা।
মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের ধান চাষি রবিউল ইসলাম জানান চলতি মৌসুমে তিনি ৫ বিঘা জমিতে উচ্চফলনশীল বরো ধানের চাষ করেছি অনুকুল আবহাওয়া ও সঠিক পরিচর্যার কারনে এ বছর ধানের ফলন ভাল হয়েছে আগামী ১৫/২০ দিনের মধ্যে ধান কাটব আশা করছি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এবারে ভাল ফলন পাবার প্রত্যাশা করছি।
মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা গ্রামের চাষি জহিরউদ্দীন জানান, উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শে তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচ বিঘা জমিতে উচ্চফলনশীল জাত ব্রী ধান ৫৮ ও ৮৯ জাতের চাষ করেছেন। এ ধানের শীষ খুব বড় বড় হয়েছে ধান খুব ভাল হয়েছে চিটার পরিমাণ কম। বিঘাপতি ২৫ থেকে ৩০ মন ধান হবে বলে আশা করছি তবে সার বিষের দাম বেশি হওয়ায় এবং ধান কাটার সময় ধান কাটা শ্রমিক সংকট ও মুজুরি বেশি হওয়া, পরিবহন খরচ বেশি হওয়ার কারনে লাভ কম হয়। সরকার সার বিষ এর দাম কমালে আমরা আরো লাভবান হতাম।
মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আনিছুজ্জামান খাঁন বলেন, চলতি বরো মৌসুমে উপজেলার ২৬ শত ৮০ জনকে বিভিন্ন ভাবে সরকারী প্রণদোনা দিয়েছে উপজেলা কৃষি অফিস। এই মৌসুমে উপজেলার প্রায় সাড়ে ৩ হাজার জমিতে উচ্চফলনশীল জাতের বরো ধানের আবাদ হয়েছে। গত ৪ তারিখের বিকেলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপজেলা কিছু জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
তবে রোগ বালাইয়ের কারনে কোন জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং রোগ বালাই এর প্রকোপ খুব একটা দেখা যায়নি এ বছর।
তবে বি আর ২৮ ধানের রোগ বালাই বেশি কারণ ২৮ জাতের ধান অনেক পুরোনো হওয়ায় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারনে এ ধানের ক্ষতির পরিমাণ বেশি তাই কৃ্ষি বিভাগ ২৮ ধানের চাষ বাদ দিয়ে উচ্চফলনশীল ব্রীধান ৮৯ ও ৫৮ চাষ করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে। উচ্চফলনশীল জাতের ধান একর প্রতি ৬০ থেকে ৯০ মন পর্যন্ত ফলন হয়। এবারের মৌসুমে রোগবালাই মাত্রা কম থাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকার কারনে উপজেলায় ১৯ হাজার ৯ শত ৮০ মেট্রিকটন ধান উৎপাদন হবে বলে আশার করছে কৃষি অফিস।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ১৫’শ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।

এসময় সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা কৃষক-কৃষাণীদের হাতে সার ও বীজ তুলে দেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।

অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুর রশিদ, নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্ত, কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনায়েদ হাবীব, ইমদাদুল হাসানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ওজন কমাতে সেমিনার

মেহেরপুরে “ওজন কমাতে এবং এটিকে আটকে রাখতে উপযুক্ত ডায়েট ” এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার মেহেরপুর খামারবাড়ির কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষনা ও প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট (বারটান) খুলনা বিভাগীয় আঞ্চলিক ঝিনাইদহ কেন্দ্রের উদ্যোগে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
খুলনা বিভাগীয় আঞ্চলিক ঝিনাইদহ কেন্দ্রের উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মো: নূর আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: জাহিদুল আমিন।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক

তানভীর আহমেদ। বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর কুষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ। সেমিনারে জেলার বিভন্ন সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন।

জীবননগরে পাট চাষিদের এক দিনের প্রশিক্ষণ

উন্নত প্রযুক্তি নিভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় জীবননগরে পাট চাষিদের এক দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।পাট অধিদপ্তর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয় চুয়াডাঙ্গার আয়োজনে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার এস,এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ন সচিব ও পাট অধিদপ্তরের পরিচালক এস,এম আরশাদ ইমাম।বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী।

দামুড়হুদায় রাতে চলছে মাটি কাটার উৎসব, হতাশ কৃষকরা!

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাডাঙ্গা, উজিরপুর, চিৎলা-গোবিন্দহুদা, বদনপুর, নাপিতখালী, কানাইডাঙ্গা, কুতুবপুর, জুড়ানপুর, লোকনাথপুর, দলকা লক্ষিপুর, কালিয়াবকরি ও হাতিভাঙ্গায় ভৈরব নদীর পাড়সহ বিভিন্ন গ্রামের মাঠে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাটি কাটার মহোৎসব চলছে।
কৃষকের ফসলি জমির পাশে বড় বড় পুকুরের ন্যায় খনন করে মাটি ও বালি

কেটে ইট ভাটাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করায় হুমকির মুখে পড়েছে শত শত বিঘা ফসলি জমি। এছাড়াও মাটি কাটা গর্তের কারণে ভাঙ্গনে নষ্ট হচ্ছে জমির ফসল। মাটি কাটার ওপর প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও চুপিসারে মাটি কাটছে কিছু ভূমিদস্যু।
প্রশাসন অবৈধভাবে মাটি কাটা বন্ধ করতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে মোটা অংকের টাকা জরিমানা করলেও তারা থামতে নারাজ। ভুক্তভোগী কৃষকরা বিভিন্ন সময় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছেন। কয়েক জন মিলে নাপিতখালী, বদনপুর মাঠে মাটি কেটে গর্ত করছেন। এতে মাটি ভেঙে পড়ে ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মাটি কাটা বন্ধ করতে ভুক্তভোগীগণ বিভিন্ন সময় দামুড়হুদা উপজেলা ভূমি অফিস ও দামুড়হুদা মডেল থানায় বিভিন্ন মাঠে মাটি কাটা বন্ধ করতে লিখিত অভিযোগ করলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের কঠোরভাবে সতর্ক করাসহ বিভিন্ন সময়ে মোটা অংকের জরিমানা করা হয়। এতে কয়েক দিন মাটি কাটা বন্ধ রাখার পর আবারো তারা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে একইভাবে মাটি কাটা শুরু করেন। ট্রাক্টর ভিড়িয়ে এভাবে মাটি কাটা বন্ধ করা না হলে ফসলি জমির মালিকরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা করছেন আশ পাশের জমির মালিকরা।
দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান জানান, মাটি কাটার অপরাধে বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করার পরও মাটি কাটছে। যারা মাটি কাটছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।